International peer Reviewed Journal
ISSN 2321-7340 Print
ISSN 2583-360X online
Lok-Utsa 5, Vol.-2: Issue-I: January 2023

মাটির সংস্কৃতির উৎস সন্ধানে—

লোক-উৎস

মুখ্য সম্পাদক
ড. পরিমল বর্মণ

মাথাভাঙ্গা * কুচবিহার

LOKA-UTSA 5
Vol: 2, Issue: 1
January, 2023
ISSN 2321-7340 for Print
ISSN 2583-360X For Online
Chief Editor : Dr. Parimal Barman

RNI Tittle Verified No:WBMUL00685
Language : Multiple Language
Annual Peer Reviewed Research Journal
on Arts & Literature and All Humanitics
Rs.299.00 for India, 5$ USD for others Country

স্বত্ব : সম্পাদক

প্রচ্ছদ ও অক্ষর বিন্যাস : দীপক বর্মণ, সূর্যদেব বর্মণ

প্রকাশক ও সম্পাদনা দপ্তর
ড. পরিমল বর্মণ
সংস্কৃতি ভবন, ওয়ার্ড নং-১১
পচাগড়, মাথাভাঙ্গা রোড
পো:-মাথাভাঙ্গা, কুচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, পিন-৭৩৬১৪৬
প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি, ২০২৩
মোঃ ৭৬০২১৩০৩০১/৮৯১৮৩৬৭৪৩৩
www.lokutsa.com
Email: chiefeditor@lokautsa.com

মুদ্রণ : শান্তি উদ্যোগ, সুকিয়া স্ট্রিট, কলকাতা

মূল্য : ২৯৯.০০ টাকা মাত্র

লৌকিক মনসা গাছ পূজার উৎস সন্ধান

সৃজন দে সরকার,গবেষক
দি এশিয়াটিক সোসাইটি

সারসংক্ষেপ—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসচর্চার অপরিহার্য বিষয় হিসেবে মঙ্গলকাব্যের ধারাটি অনালোচিত হয়ে আসছে। সেই সূত্রে মনসামঙ্গল কাব্যের নানা কবির রচনাশৈলী, কাহিনি, পরিগ্রহণের বিশেষত্ব, তৎকালীন আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিত আলোচনা প্রাসঙ্গিকতা লাভ করেছে। এমত, আলোচনার পাশাপাশি মঙ্গলকাব্যের ধারাটির সংস্কৃতির প্রেক্ষাপঠে গড়ে ওঠার একটি পরিশীলিত ক্ষেত্র নির্মিত হয়েছে। যা, সামগ্রিক ভাবেই সাংস্কৃতির ধারক ও বাহন হিসেবে নিজেকে প্রকাশিত করেছে।

মনসামঙ্গল কাব্যের এই ধারাটিকে চিনে নিতে —মনসা বৃক্ষ 'স্নূহী' পূজার একটি ধারাবাহিক ইতিহাস ও প্রাচীন ভারতীয় আয়ুর্বৈদিক শাস্ত্রের পরিধি নির্ভরশীল 'লোক-ঐতিহ্যের উৎস সন্ধান' আলোচ্য প্রবন্ধে করতে চাওয়া হয়েছে। সেখানে, শুধু মনসা বৃক্ষের পূজাকে কেন্দ্র করে জনসমাজে একটি প্রগতিশীল মননের পরিচয় যেমন উদ্ভাসিত হয়। তেমনই, মনসা বৃক্ষ পূজার মধ্য দিয়ে সেই বৃক্ষের একটি বৈজ্ঞানিক ও আয়ুর্বেদিক ব্যবহারজাত উৎসের দিকেও সন্ধান করতে চাওয়া হয়েছে। প্রসঙ্গসূত্রে যেটি, মনসামঙ্গল কাহিনির প্রমুখিত বিষয় হিসেবে থেকেছে লোকসংস্কৃতিতে। আবহমানকাল ধরে বাংলার সমাজ ও বিশেষ জনপরিসর নির্ভর হয়ে এই 'স্নূহী' পূজা মর্যাদা পেয়ে এসেছে।

এভাবেই একটি বৃক্ষ পূজাকে কেন্দ্র করে সামগ্রিক অর্থে মনসামঙ্গলের একটি ভিন্নতর অভিমুখ যেমন সন্ধান করা যায়। তেমনই, সেই নির্দিষ্ট বৃক্ষ পূজার উদ্দেশ্যগত অভিমুখটিকে বুঝে—মঙ্গলকাব্যের একটি নবগত লোকসাংস্কৃতিক পাঠের সুলুক সন্ধান করা যায়। আলোচ্য প্রবন্ধ সেই 'স্নূহী' বৃক্ষ-পূজার ক্ষেত্রটিকে বিবেচনা করার মধ্য দিয়ে মনসামঙ্গল কাব্যের বিশ্লেষণী উভমুখী উদ্দেশকে প্রকাশের প্রতি ব্রতী হয়েছে।

Keywords-

Mdieval Literature, Sarpent Worship, Folk-Medicinal plant, Bengali Literature, Assam Literature.

লৌকিক মনসা গাছ পূজার উৎস সন্ধান

মূল প্রবন্ধ—

বিশ্ব-সংস্কৃতির ইতিহাসে মানুষের জীবনচর্চা ও চর্যার সাথে সম্পর্কিত বিষয় দেবভাবনা। আধুনিকযুগে দাঁড়িয়েও তাঁকে অস্বীকার করা যায় না, তাই তার উৎস ভূমির সন্ধানে ব্রতী তাত্ত্বিকেরা। সমাজের উর্বরক্ষেত্রে ধর্মবিশ্বাস ও দেবদেবীদের কল্পনা নৃগোষ্ঠীনির্ভর মানব সভ্যতার যাত্রাপথ জুড়ে, সঙ্গে জড়িয়ে আছে অন্যান্য বিষয়ও।

বাংলাদেশের পৌরাণিক ও লৌকিক স্তরে নানা দেবভাবনার পরিচয় মেলে, যা এ গ্রন্থে নবযাত্রায় আলোচিত হয়েছে। সে প্রসঙ্গে সর্পদেবভাবনার SSerpent WorshipV বঙ্গীয়-রূপ মনসা। ১৪-১৫ শতক থেকে মনসাকেন্দ্রিক মঙ্গলগানের ধারা বেগবান হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে, উত্তরবঙ্গ-অসমীয়া এবং পূর্ববঙ্গে। আমাদের আলোচনা সেদিকে নয়, বরং বাংলা তথা ভারতের বিস্তৃত অঞ্চলে মনসাগাছ রূপে 'সিজ' বা 'স্নুহী'কে Seuphorbia neriifolia linnV পূজা প্রচলনের সম্পর্কে আয়ুর্বেদিক ব্যাখ্যা ও বৈজ্ঞানিক পর্যালোচনায়—তার স্বরূপ ও উৎসের সন্ধান।

ভারতে সুপ্রাচীন কাল হতে বৃক্ষপূজার STree Worship) সাধারণ চরিত্রটি এডওয়ার্ড উল্লেখ করেছেন—

'...arises in the first place from widespread belief that trees have souls of their own like men, that they feel injuries done to them, that the soul of the dead something's animate them, and that the tree is the home of a tree sprite, which gives rain and sunshine, causes crops to grow, makes herds multiply, and blesses women with offspring'[1]

এখানে বৃক্ষ পূজার স্বচ্ছ ধারণা মেলে। এর পাশেই বাংলাদেশে বৃক্ষপূজার তিনটি বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করেছেন ড. পীযুষকান্তি মহাপাত্র। সেগুলি-বৃক্ষের প্রতীকপূজা, পবিত্র বৃক্ষকে সরাসরি পূজা, কোন পবিত্র স্থানে নির্দিষ্ট বৃক্ষ রোপণে তার পূজা করা।[২] এই তিনটি বৈশিষ্ট্যের সঙ্গেই বঙ্গদেবতার জন্য একটি বৃক্ষ কিংবা এর বিপরীত অবস্থানটিও দেখা যায়। ড. মহাপাত্র আরও জানিয়েছেন—

'We see the developed idea of animistic theory of nature when the tree itself is worshiped with all ritualistic details as a deity.'é[৩]

স্বরূপাত, বাংলাদেশের বৃক্ষপূজা ও সেই সংশ্লিষ্ট দেবদেবীর বিষয়টি আলোচিত হলেও তার বহু উৎসজাত আয়ুর্বেদিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা সমন্বিত আলোচনা অপ্রতুল।

মনসা প্রসঙ্গে যাবার আগে মনসা দেবীর সঙ্গে সেই গাছের সম্পর্ক ও তার প্রাচীনতা কিছুটা আন্দাজ করা যায়। দেবী হিসেবে মনসার স্বপ্রকাশ দশম-একাদশ শতক। যদিও এর আগে স্বনামে না হলেও চরিত্রগত বিচারে মনসার কথা মেলে ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ ও মহাভারতে[৪] এবং পদ্মপুরাণ, দেবীপুরাণ থেকে ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে। সেইসঙ্গে নবম থেকে ষোড়শ অবধি দীর্ঘকালপর্বে অসংখ্য মনসার মূর্তি (পাথর, ব্রোঞ্জ মিলিয়ে) আবিষ্কৃত হয়েছে। ড. মকম্মল ভুঁইয়া তাঁর লেখায় মঙ্গলকোট থেকে প্রাপ্ত মূর্তির উল্লেখ করে সময়টি পিছিয়ে পঞ্চম-ষষ্ঠ শতকে নিয়েছেন।[৫] এহেন, দেবীকে লোকায়ত জীবনে পূজা করা হয় সিজ গাছে। মহেঞ্জদারোতে প্রাপ্ত একটি পাত্রের ওপর অঙ্কিত চিত্রের নিরিখে ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতির যে মন্তব্য—'On one side, three is a kneeling fingure holding some object in hands and tree. On the other side there are a snake reclining on a low platform or dais, a tree and two pictographic signs.'[6] এটিকেই উনি সর্প ও বৃক্ষপূজার প্রাচীন নিদর্শন বলেছেন। ভারতবর্ষের অন্যত্র, দাক্ষিণ্যাত্যে অশ্ববৃক্ষের সাথে সাপের সম্পর্ক কিংবা আসামের বোড়ো নামক ইন্দোমোঙ্গলীয় জাতির একটি শাখার মানুষ 'বাঘন' ও 'বুড়ীমা' নামের দেবতাকে সিজবৃক্ষ দিয়ে পূজা করে।[৭] আশুতোষ ভট্টাচার্য মনে করেন—'জীবিত সর্পের পূজার পরবর্তী অবস্থাই বিশেষ কোন বৃক্ষকে সর্পাধিষ্ঠিত বিবেচনা করিয়া সেই বৃক্ষের পূজা।...কারণ উভয়ই উর্বরতা শক্তির প্রতীক।'[৮]

সর্বভারতীয় স্তরে মনসা সিজের যে নামভেদগুলি তা উল্লিখিত হল[৯]—

সংস্কৃত	স্নুহী, ভাজরা, ভিজরী, পুত্রস্নুক, উপভিশা, সাভার্সানা
হিন্দি	সেহুদ বা মেহুণ্ড, সিজ, পাওন কি সিড, থুহড়
তেলেগু	আকুজিমুড়ু
ইংরেজি	Common Milk Hedge
আরবি	দুঁহি মিংগুটা
কন্নড	এলিকাল্লি, মুরু কানিনা কাল্লি
মহারাষ্ট্রি	নিবদুঙ্গ, কাংটে নিবদুঙ্গ, ফনীচেং নিবদুঙ্গ, বিকাংডী
গুজরাটি	বুনগারা থোড়, থোড়ডাং ডলিয়ো কটালী
তামিল	লাই-ক-কাল্লি
মালায়ালাম	কাল্লি, কাইকাল্লি
বাংলা	মনসাসিজ, পত্রসিজ, হিজ-দাওম

অর্থাৎ, স্পষ্টত দেখতে পাচ্ছি গাছটির সর্বভারতীয় সাংস্কৃতিক অবস্থান। মনসা যেমন লৌকিক দেবী থেকে পৌরাণিক দেবী হয়ে উঠেছিলেন, যাতে মঙ্গলকাব্যের অন্যতম দেবীর স্বীকৃতি মেলে। সেই সঙ্গে পূজার উপাদান হিসেবে সিজগাছেরও গুরুত্ব লোকায়ত জীবনের থেকেই উঠে আসা। যার দুটি কারণ ড. মাইতি নির্দেশ করেন, যেখানে ভারতবাসীর কাছে গাছটির একটি সহজাত (intrinsic) অন্যটি পবিত্র (sanctity) ধারণা আগে থেকেই ছিল অথবা গাছটি সাপেদের বসবাসের জন্য প্রিয় স্থান[১০]। এ দুটির সমান গুরুত্ব স্বত্ত্বেও গাছটির একটি বাড়তি চিকিৎসাগত দিককে পরে উল্লেখ করা যাবে। যেখানে তার থেকে নানা উপশমের বিষয়টি উল্লিখিত হবে। প্রচ্ছন্নভাবে হয়তো সকলের ঘরে নিত্য ও বাৎসরিকপূজার অংশ হয়ে গাছটি চিকিৎসাকেন্দ্রিক কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। সে বিষয়ে যাবার আগে গাছটির উদ্ভিদ বিজ্ঞানে অবস্থানটি সংক্ষেপে উল্লেখ করা যায়[১১]—

Scientifie Name	euphorbia neriifolia linn
Family	Euphorbiaceae
Sub Family	Eurphorbioideae
Kingdom	Plantae
Sub Kingdom	Tracheobionta (Vascular Plants)
Division	Magnoliophyta (Flowering Plants)
Super Divisition	Spermatophyata (Seed Plants)
Tribe	Euphorbieae
Class	Magnoliopsida (Dicotyledens)
Sub Class	Rosidae
Common Names Woerd Wide	Ligularia Rumph, 5-tubercled spurge, Hedge Euphorbia, India Spurge Tree, Milk Spurge, Oleander leafed Spurge, Euphorbia ligularia Roxb

উপরিউক্ত বিষয়ে বিস্তারনা না করে সরাসরি গাছটির স্বচরিত্র, প্রাচীন আয়ুর্বেদিক গুণের উল্লেখ এবং উপকারিতার দিকটি আলোচনা করা যায়।

বলা যায়, আন্তর্জাতিক ধর্মীয় বিশ্বকোষের মনসার দেবী হিসেবে উল্লেখ মিললেও তাঁর পূজার অঙ্গ হিসেবে সিজ, স্নুহীর দেখা মেলে না[১২]। কারণ হিসেবে, আঞ্চলিক স্তরে প্রচলিত পূজা পদ্ধতির উল্লেখ বৃহৎ পরিমণ্ডলে প্রাসঙ্গিকতা পায়

না। কিন্তু, বিষয়টি কতখানি প্রাসঙ্গিক তার কিছু নিদর্শন বৈদিক সাহিত্যের থেকে মেলে। ড. সুকুমার সেন উল্লেখ করেছিলেন ঋগ্বেদে 'মনসা'র চরিত্রের পরিচায়ক 'ময়ূরী' ও তার সপ্ত ভাগিনী বিষ তুলে নিচ্ছেন।[১৩] শ্লোকটি (১.১৯১.১৪)—

'ত্রী সপ্ত ময়ূর্যঃ সপ্ত স্বসারো অগ্রু বঃ।
তাস্তে বিষং বিজভ্রির উদকং কুম্ভিনীবির।।'

এমনই অসংখ্য উল্লেখ মেলে অর্থবেদে। দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য উদ্ধার করেছেন এমন দুটি, যেখানে একটিতে 'কিরাত কন্যা' ও 'কুমারী' যারা মাটি খনন করে ভেষজ সংগ্রহ করেছেন, আর একটিতে 'ঘৃতাচী' নামের এক কন্যা বিষের প্রতিকার সাধন করেছেন[১৪]। শ্লোক দুটি হল—

'কৈরাতিকা কুমারিকা সকা খনতি ভেষজম্।
হিরণ্যয়ীভিরভ্রিভিগিরীণামুপসানুষু।।'

এবং

'তৌদী নামসি কন্যা ঘৃতাচী নাম বা অসি।
অধস্পদেন তে পরমা দদে বিষদূষণম্।।'

এমন নানা মন্ত্রের কথা মেলে এখানে যেখানে সর্প, সর্পবিষ ও তা থেকে প্রতিকার পাবার কথা উল্লিখিত হয়েছে। এই উল্লেখগুলির পাশেই সিজ গাছের সংস্কৃত নাম স্নুহীর উল্লেখ মিলেছে অথর্ববেদেই। শিবকালী ভট্টাচার্য তাঁর গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন[১৫]। সেটি হল (২২৭.১২.৩)—

'স্নুহ্যর্কৌ শ্বাত্রা পীতা ভবত যূয়মাপো আস্মাক মন্তরুদরে সুশেবাঃ।
তাং আস্মভ্যং অযক্ষ্মা অনমইবা অনাগমঃ স্বদন্তু।।'

মহীধর এই সূত্রটির ভাষ্য করেছেন, 'স্নুহী এবং অর্ক, তোমাদের ক্ষীর পান করে আমাদের উদরের জলপাক স্থানে সুখ হোক। উদর রোগসমূহ থেকে আমাদের মালিন্য দূর করে দাও।' প্রসঙ্গগত, আয়ুর্বেদিক চর্চার সবচেয়ে বেশি উল্লেখ বৈদিক সাহিত্যে অথর্ববেদেই মেলে।

ভারতীয় আয়ুর্বেদশাস্ত্রের প্রচলন করেছিলেন ভরদ্বাজ মুনি, তিনি ইন্দ্রের কাছে তিনটি সূত্র লাভ করেন—হেতু সূত্র (রোগের কারণ), লিঙ্গ সূত্র (রোগের লক্ষণ) এবং ঔষধ সূত্র (চিকিৎসা ও পথ্যাপথ্য)[১৬]। বৈদিক পরবর্তী সংহিতা ও সংগ্রহের সময়ে বেশ কিছু আয়ুর্বেদিক গ্রন্থে মিলেছে স্নুহীর কথা। চরক ও সুশ্রুতের সংহিতাকে তো বটেই, ভবমিশ্রের 'ভাবপ্রকাশ'-এ যার সম্পর্কে আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন—

'প্রত্যক্ষভাবে সর্পবিষ না হইলেও অন্যান্য গুণের মধ্যে স্নুহীবৃক্ষের বিষনাশ করিবারও গুণ আছে...।'[১৭]

সার্বিক বিচারে স্নুহী বা মনসাগাছের যে সকল রোগ প্রতিরোধের কথা মেলে, অর্থাৎ 'ঔষধ সূত্র' দেখা যায়, তা হল—রসবাত, প্রমেহ রোগ বা প্রস্রাবের আগে কিছু ক্ষরণ, কোষ্টকাঠিন্য, হুপিং কাশি, একজিমা, অর্শ, আঁচিল দূরীকরণ, বিক্ষিপ্ত টাক, বেতো চুল বা মোটা বাঁকা চুল দূরীকরণ, শিশুদের চোখে পিঁচুটি পড়া ইত্যাদি।[১৮] এছাড়া সর্পের দংশন। যাতে সাপ কামড়ালে প্রথাগত চিকিৎসার করার আগে মনসার আঠা ১৫-২০ ফোঁটা অল্প দুধে মিশিয়ে খাওয়ালে জ্বালাটা কমবে। শিবকালী ভট্টাচার্য চমৎকারভাবে 'মনসা' গাছের নামটি ব্যাখ্যা করেছেন। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ ও তার আগে মহাভারতের কাহিনিতে যদিও, এখানে 'মনসা' নামটি মেলে না, বরং জরৎকারুর পত্নী নির্বাচনে তাঁর শর্ত ছিল তাকেও স্বনামের হতে হবে অর্থাৎ পরবর্তীতে 'মনসা' নামটি অর্বাচীন পুরাণে সংযোজিত হয়েছে) মনসার সঙ্গে তাঁর স্বামী জরৎকারুর কথা মেলে। তাঁর মতে, গাছের নাম হিসেবে নামটি কর্মবোধক, দ্রব্যবোধক নয়। কারণ, গাছটির ক্ষীর বা আঠা মনের মতই (মনসা শব্দটির অর্থ মনের তীব্র বাসনা বা কাম) দ্রুত গতিতে কাজ করে। এখানেই মনসা উপাখ্যানের সঙ্গে সংগতি দেখিয়েছেন তিনি। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ অনুসারে, ব্রহ্মার কাছে কশ্যপমুনি উপদেশ লাভে যখন তাঁর মন থেকে মনসাকে সৃষ্টি করেন। তখন উপদেশ মন্ত্রটিতে বলা হয়—

'সর্পনামক বিষাক্ত সরীসৃপের আকস্মাৎ দংশনে মনের চেয়েও দ্রুতগতিতে জীবের প্রাণনাশ যাতে না হয় তার উপায় এবং সর্পবিষ দূর করার ঔষধসহ মন্ত্র বা বাক্-পদ্ধতি।'[১৯]

জরৎকারু মুনির তাঁর পত্নীর হবার প্রতিজ্ঞাগুলিতে একটি ছিল, মুনির ধ্যান ভঙ্গ করলে তিনি তৎক্ষণাৎ পত্নীকে পরিত্যাগ করবেন। দু'জনের নামের মধ্যে অর্থ লুকিয়ে আছে। 'মনসা' দ্রুত প্রাণশক্তি সঞ্চার করতে পারেন আর 'জরৎকারু' হলেন জরাজীর্ণ, কিন্তু দ্রুত সুন্দর করে তুলতে পারেন। তাঁর মন্ত্রবল মনসার অপেক্ষা বেশি। শিবকালী বাবু বলেছেন—

'জীর্ণকে সুন্দর করার দক্ষতা মনসার ছিল না, তিনি শুধু প্রাণ দিতে পারতেন, ..আমি (মনসা) দ্রুত প্রাণ সঞ্চার করব আর আমার স্বামী (জরৎকারু) তার নবরূপ গঠন করবেন। সৌন্দয্য-সৃষ্টির সামর্থ হারালেই তৎক্ষণাৎ স্বামীকে পরিত্যাগ করবেন তিনি (মনসা); আর স্বামীও প্রতিজ্ঞা করলেন—প্রাণ-সঞ্চার করতে না পারলেই

তৎক্ষণাৎ পত্নীকে (মনসা) পরিত্যাগ করবেন।'[২০]

তিনি আরও বলেন—

'মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে প্রাণসঞ্চার এবং তাকে জীর্ণতা থেকে মুক্ত করে নূতন করে সঞ্চিত করার শক্তিই মনসা ও তাঁর স্বামী জরৎকারু নামের মধ্যেই নিহিত।'[২১]

অর্থাৎ, পূর্বোক্ত ঋগ্বেদ ও অর্থবেদের উল্লেখের দিকে আর একবার দৃষ্টি দিলে বুঝতে পারি, ঋগ্বেদে বিষ তুলে নেওয়ার কথা বা অথর্ববেদের উল্লেখে 'খনতি ভেষজম্' বলে ভেষজ খননের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। শুষ্ক, পাথুরে বা কাঁকুড়ে মাটিতে জন্মানো এই গাছের মূল, পাতা ও কাণ্ড, তরুক্ষীর বা আঠাই ঔষধগুণ সম্পন্ন। এর প্রাপ্তিস্থান ডেকান পেনিনসুলা, দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, মায়ানমার, থাইল্যান্ড, মালোয়েশিয়া, ভারত, ভূটান অঞ্চলে আর পূর্ব এশিয়াতে চিন ও ভিয়েতনাম। অর্থাৎ এটি গ্রীস্মপ্রধান ক্রান্তীয় অঞ্চলের গাছ।[২২]

গাছটির বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য হল ছোট গুল্ম-জাতীয়, উচ্চতা ১০-২০ ফুট, হলুদাভ সবুজ ফুল হয়ে থাকে, কাণ্ড ও পাতাতে কাঁটা থাকে, পাতার দৈর্ঘ্য ৬ থেকে ১২ সেন্টিমিটার, সবুজ ফল তার গায়ে গুটি থাকে, বীজ সর্ষের বীজের মতো হয়।[২৩] ড. মাইতি এই গাছের নাম উল্লেখ পেয়েছেন বাংলার বিপ্রদাস পিপলাই ও আসামের কবি মানকরের লিখিত মঙ্গলকাব্যে।[২৪]

সবশেষে, আমরা লোকায়ত জীবনে 'অরন্ধন পূজা' বা 'মনসা পূজা'তে (ভাদ্র সংক্রান্তি) এই সিজ গাছ পূজার নিদর্শনটি আলোচনা করে দেখতে পারি। একটি সমীক্ষায় জেনেছি, এই পূজায় সংক্রান্তির আগের দিন রাতে নানা ব্যঞ্জন রন্ধন করে রাখা হয়। যেমন ভাত, কচুর শাক, মুসুরির ডাল, চালতা দিয়ে শুকনো করে খেসারীর ডাল, একটি রুই মাছ ভাঁজা, ইলিশমাছ, রুই মাছের কালিয়া, চিংড়ি মাছের মালাইকারী, ৫রকমের ভাজা (উচ্ছে, আলু, পটল, কুমড়ো, বেগুন) এবং চালের পায়েস। পরদিন বাড়িতে উনুন বা রন্ধনের প্রয়োজনে আগুন জ্বলে না, বরং উনুনে একটি মনসা গাছের ডাল রেখে পূজা শুরু হয়। তারপর বাড়িতে প্রতিষ্ঠিত মনসা গাছের থেকে একটি অংশ বা ছোট টবে গাছটি এনে তাকে ভোগ হিসেবে ব্যাঞ্জনগুলি অর্পণ করে পূজা দেওয়া হয়, সঙ্গে থাকে দুধ ও কলা। কোন কোন বাড়িতে মনসার চালি, ঘট, করণ্ডী বা পট, ছবির সামনে মনসাগাছকে রেখে পূজা দেওয়া হয়। ড. মাধুরী সরকার জানিয়েছেন—

'সর্পপ্রধান গ্রামাঞ্চলে এই পূজার ব্যাপক প্রচলন। এই ব্রত সাধারণত অব্রাহ্মণদের মধ্যেই প্রচলিত। তবে আর এক প্রকার অরন্ধন কুলীন ব্রাহ্মণদের

মধ্যে দেখা যায়—যাকে 'ইচ্ছা অরন্ধন'। ভাদ্র মাসের যে কোন দিনেই এটি মানা হয়। তবে সেটিও মনসা দেবীরই পূজো।'[২৫]

অতএব, সমগ্র আলোচনায় যে মূল অভিমুখটি বর্তমান ছিল, তা মনসাগাছ পূজার একটি পৌরাণিক, লৌকিক, আয়ুর্বেদিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার সন্ধান। সেখানে বৈদিক সাহিত্যের থেকে এর চরিত্রের সন্ধান যেমন আমরা পেলাম তেমনি মঙ্গলগানের জনপ্রিয় ধারার ভিতর দিয়ে জায়মান সংস্কৃতির বাহক মনসাগাছের ঔষধি ও পূজাকেন্দ্রিক উপস্থিতি স্পষ্টত বর্ণনা করা গেল। সঙ্গেই লাগোয়া কিছু প্রশ্নের দিকেও ইশারা করা গেল, যেখানে ভারতের আবহাওয়ার সাথে সরাসরি সম্পর্কিত না হয়েও, প্রাচীন উল্লেখে স্বমহিমায় স্নুহী নিজ স্থান করে নিয়েছে। তেমনি, মনসার সঙ্গে সর্পকেন্দ্রিক লোকায়ত (পুরাণে এমত উল্লেখ থাকলেও সমৃদ্ধ হয়েছে লোকায়ত জীবন থেকেই) ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে নানা ঔষধিগুণের সম্পর্কে নিজ জায়গা করে নিয়েছে এই গাছ। যা আজও, বাংলা তথা ভারতের নানা স্থানে সমানভাবে ভিন্নমার্গে পূজিত, ভক্তির পাত্র। যার অন্তরালে আয়ুর্বেদিক ও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাটিই ধর্মীয় দেবভাবনার ও বৃক্ষ উপাসনার আলোকে অবলোকিত হল।

তথ্যসূত্র—

১। S.M.Edwardes, Tree worship in India/Empire forestry Journal, Vol.1, No.1, March 1922, Commonwealth Forestry Assoc/pg-78

২। Piyushkanti Mahapatra, Tree-Symbol Worship in Bengal/ Tree Symbol Worship in India, ed. Sankar SenGupta/Indian Publicatoin, Calcutta-1, 1960/pg-125-126

৩। ibid/pg-125

৪। ক্ষিতিমোহন সেন, বাংলার মনসা পূজা/বঙ্গমানস ও অন্যান্য, সম্পা. প্রণতি মুখোপাধ্যায়/ পুনশ্চ, কলকাতা ১০, ২০০৯

৫। Mokammal H.Bhuiya, Iconography of Goddess Manasa Origin, Development and Concepts/সৃজন দের সরকার, তত্ত্বে, মূর্তিতত্ত্বে সর্পদেবভাবনা ও মনসা/সমাজ, সাহিত্য ও সংস্কৃতি: ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার, সম্পা. মণ্ডল, মল্লিল, প্রামাণিক, সিনহা/ দিয়া পাবলিকেশন, কলকাতা ৯, ২০২০/ পৃ-৩১৩

৬। Pradyot Kumar Maity, Tree Worship and its association with the Snake cult in India/ ibid 1960/pg-47

৭। আশুতোষ ভট্টাচার্য, বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস/ সপ্তর্ষি প্রকাশনা,কলকাতা ৭৩, ২০১৫/ পৃ-২০৬-২০৭
৮। তদেব ২০১৫/ পৃ-২০৬
৯। Chinmayi Upadhyaya and Satish S, A Reviw on euphorbia neriifolia plant/Inter. Journal of pharma and chemical Research, vol.3, Issue 2, Apr-Jun 2017/ pg-149; Dr. Sagar T.Pathar, Dr. Renuka D. Parotwar, Dr. Rajendra Urade, A Review Article on Upavisha-Snuhi/World Journal of Pharmaceutical Research, Vol-8, Issue 8/pg-379-383; তদেব ২০১৫/ পৃ-২০৭
১০। ibid 1960/pg-52
১১। ibid 2017; ibid vol.8 Issue.8
১২। Ed. Cush, Robinson, York, Encyclopedia of Hinduism/ Routledge, London, 2008/pg-486-486; Jacob E.Safra, Jorge Cauz, Britannica Encyclopedia of World Religions/Encyclopedia; Chicago, 2006/pg-688
১৩। সুকুমার সেন বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, প্রথমখণ্ড/আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা-৯, ১৯৭৮/ পৃ-১৫৫
১৪। দেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য, প্রসঙ্গ মঙ্গলকাব্য/সম্পা সত্যবতী গিরি, বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ১৯৮৮-৮৯, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়/ পৃ-৫৪
১৫। শিবকালী ভট্টাচার্য, চিরঞ্জীব বনৌষধি, দ্বিতীয় খণ্ড/ আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা ৯, ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ/ পৃ-১৯৮
১৬। বাদলচন্দ্র জানা, আজকের বনৌষধি/ সম্পা. নাগ ও ঝা, সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা/ কলকাতা ৬, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ/পৃ-৯১
১৭। তদেব ২০১৫/ পৃ-২০৬
১৮। কালীপদ বিশ্বাস ও এককড়ি ঘোষ, ভারতীয় বনৌষধি, দ্বিতীয় খণ্ড/কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫১/পৃ-৭০; তদেব ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ/পৃ-২০০-২০১
১৯। তদেব ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ/ পৃ-১৯৬
২০। তদেব ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ/পৃ-১৯৭
২১। তদেব ১৩৮৪ বঙ্গাব্দ/পৃ-১৯৭
২২। ibid/Apr-Jun 2017
২৩। ibid/Vol.8, Issue 8
২৪। ড. প্রদ্যোতকুমার মাইতি, বাঙালীর বৃক্ষপূজা/ সম্পা সুহৃদকুমার ভৌমিক, ধর্মবিশ্বাস, বৃক্ষপূজা ও দেবদেবী/টেরাকোটা, বাঁকুড়া ১২২, ২০১৫/পৃ-৩৮
২৫। মাধুরী সরকার/ব্রত: সমাজ ও সংস্কৃতি/ পুস্তক বিপনি,কলকাতা ৯, পৃ-২৩৬